ইউনিট ৫

রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়
STATE ENTERPRISE

ভূমিকা

ব্যবসার সাথে রাষ্ট্রের সম্পর্কে বহুকাল আগের ঘটনা। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে অবাধ ব্যবসায় নীতির স্বপক্ষে জোর দাবি উত্থাপিত হয়। বিশেষ করে ফ্রান্সে তখন 'Laissez Fair Policy' বা 'ইচ্ছেমত চলতে দেয়ার নীতি' নামে একটি মতবাদ গড়ে উঠে। অর্থনীতিবিদ অ্যাডাম স্মিথ, জন স্টুয়ার্ট মিল প্রমুখ এ মতবাদের প্রবর্তক। এই মতবাদের মূল কথা হচ্ছে, দেশের শিল্প ও ব্যবসায় বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সরকারের কোন প্রকার হস্তক্ষেপ অনাবশ্যক। সকল ব্যবসায়িক প্রচেষ্টা ব্যক্তিগত উদ্যোগে হওয়া উচিত। রাষ্ট্রের কাজ হবে শুধু দেশ পরিচালনা ও রক্ষা, অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা ও ব্যয়নীতি প্রতিষ্ঠা করা। তাঁদের মতে, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ব্যক্তির ভূমিকা মুখ্য। কেননা, এক জন ব্যক্তি স্বীয় স্বার্থে অর্থোপার্জনের প্রচেষ্টায় সব সময় নিজেকে নিয়োজিত রাখে। ফলে ব্যক্তির সম্পদ বৃদ্ধির সাথে সাথে দেশের মোট সম্পদ বৃষ্টি পায়। যা অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথকে প্রশস্ত করে।

কিন্তু বিংশ শতাব্দীর শুরুতে শ্রমিক ও বিত্তহীন শ্রেণীর অসন্তোষ দানা বেঁধে ওঠে ও চরম আকার ধারণ করে। ফলে তারা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। ইউরোপের কয়েক জন অর্থনীতিবিদ ও রাজনীতিবিদও তখন এ মতবাদের সমালোচনা করে বিত্তহীনদের দাবির সমর্থনে সোচআর হয়ে ওঠেন। অবশেষে এর পরিণতি স্বরূপ রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ব্যবসায় তথা দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। এভাবে ইচ্ছেমত চলতে দেয়যার নীতি বা Laissez Fair Policy-এর অবসান ঘটে এবং তখন থেকে 'সমাজতান্ত্রিক মতবাদ' নামে নতুন মতবাদ চালু হয়। সমাজতান্ত্রিক মতবাদ অনুযায়ী দেশের সকল শিল্প ও বাণিজ্যে ব্যক্তি মালিকানার অবসান ঘটিয়ে রাষ্ট্রীয় মালিকানা ও উদ্যোগে সেগুলো প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হয়। এভাবেই রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের উৎপত্তি হয়।

রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- ⑤ রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের সংজ্ঞা প্রদান করতে পারবেন।
- ⑤ রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন।
- ⑤ রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে পারবেন।

রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় কাকে বলে (What is State Enterprise)

সাধারণভাবে যে প্রতিষ্ঠানসমূহ সরকার কর্তৃক গঠিত, নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয় তাকেই রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় বলা হয়। অন্যভাবে বলা যায় যে, সব ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মালিক রাষ্ট্র ও সরকার এবং যেগুলো সম্পূর্ণরূপে রাষ্ট্র বা সরকার কর্তৃক পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয় তাকে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় বলে। সাধারণত মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে এ জাতীয় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠা করা হয় না। জনগণের কল্যাণ ও স্বার্থ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে এ জাতীয় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা হয়ে থাকে।

সরকারের পরিকল্পনা ও নীতির অংশ হিসেবে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের প্রসার ঘটে এবং বেসরকারি শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানসমূহ জাতীয়করণের মাধ্যমেও রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে। কাজেই শুধু সরাসরি সরকারি বা রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়কেই রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় হিসেবে আখ্যায়িত করা হয় না, জাতীয়করণের মাধ্যমে সরকার রাষ্ট্র কোন বেসরকারি ব্যবসায়ের মালিকানা নিজ হাতে তুলে নিলে তাকেও রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় বলা হয়।

নিম্নে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সংজ্ঞা তুলে ধরা হল ঃ

১. অধ্যাপক হ্যানস (Hanson)-এর মতে, "রাষ্ট্র কর্তৃক পরিচালিত ব্যবসায় বা শিল্প প্রতিষ্ঠানকে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা বলে।"
["State Enterprise is the operation of commercial or industrial undertaking by the state."]

২. অধ্যাপক বিশ্বনাথ ঘোষ বলেন, "রাষ্ট্রীয় মালিকানায় পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত ব্যবসায়ই রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়।"

উপরোল্লিখিত সংজ্ঞাসমূহ বিশ্লেষণ করে সংক্ষেপে মূল্য বলা যায় যে, যে সব ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মালিকানা, নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে সরকারের আওতায় থাকে এবং যার উদ্দেশ্য মুনাফা অর্জন এবং জনকল্যাণ সে সব ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় বলা হয়।

রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের বৈশিষ্ট্য (Features of State Enterprise)

রাষ্ট্রীয় ব্যবাসায়ের কতগুলো স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রয়েছে। নিম্নে এর প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য আলোচনা করা হল ঃ

১. গঠন (Formation) ঃ রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় সরাসরি সরকারি উদ্যোগে অথবা সরকারি ও বেসরকারি যৌথ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। আবার দেশের রাষ্ট্র প্রধানের অধ্যাদেশ বলে অথবা আইন সভার বিশেষ আইন বলে এ ব্যবসায় গঠিত হয়।

২. আইনগত সত্তা (Legal entity) ঃ রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের পৃথক আইনগত সত্তা রয়েছে। বিশেষ আইনের মাধ্যমে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠিত হয় বলে এটি কৃত্রিম ও স্বতন্ত্র সত্তা লাভ করে।

৩. মালিকানা (Ownership) ঃ সাধারণত এ ধরনের ব্যবসায়ের মালিক রাষ্ট্রই নিজেই হয়ে থাকে। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যবসায়ের মূলধনের কিছু অল্প জনগণ কর্তৃক সরবরাহের ব্যবস্থা থাকে এবং এক্ষেত্রে যৌথ মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়।

৪. অস্তিত্ব (Scope of activities) ঃ রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় বিশেষ আইন বা অধ্যাদেশের মাধ্যমে গঠিত হয় বলে এটি চিরন্তন অস্তিত্বের অধিকারী। বস্তুত, এ ব্যবসায়ের অস্তিত্ব আইনের অস্তিত্বের উপর নির্ভর করে।

৫. মূলধন (Capital) ঃ সরকারই মূলত, এ ব্যবসায়ের প্রয়োজনীয় মূলধনের যোগান দেয়। তবে সরকার কোন কোন ব্যবসায়ের কিছু কিছু শেয়ার বাজারে বিক্রি করেও মূলধন সংগ্রহ করতে পারে। এক্ষেত্রে এর পরিমাণ মোট মূলধনের অর্ধেকের চেয়ে কম হয়ে থাকে। অর্থাৎ সরকার ন্যূনতম ৫১% শেয়ার নিজের দখলে রাখে।

৬. উদ্দেশ্য (Purpose) ঃ মুনাফা অর্জন এ ব্যবসায়ের মুখ্য উদ্দেশ্য নয়, জনগণের কল্যাণ ও স্বার্থ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে এ জাতীয় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা হয়ে থাকে।

৭. মুনাফা বন্টন (Distribution of Profit) ঃ মুনাফা অর্জন রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের মুখ্য উদ্দেশ্য না হলেও এ ব্যবসায়ে যে মুনাফা অর্জিত হয় না এমন নয়। এর মাধ্যমে অর্জিত আয় রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা হয় এবং তা জনস্বার্থে ব্যয় করা হয়ে থাকে।

৮. ঝুঁকি বণ্টন (Risk taking) ঃ রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের সমুদয় ঝুঁকি সরকারকেই বহন করতে হয়। তবে যৌথ মালিকানায় স্থাপিত ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে ঝুঁকি শেয়ারের মূল্য দ্বারা সীমাবদ্ধ থাকে।

৯. সীমাবদ্ধ দায় (Limited Liability) ঃ এ ব্যবসায়ের দায় সীমাবদ্ধ। ব্যবসায়ের শেয়ার জনগণের মধ্যে বিক্রয় করা হলে শেয়ার মালিকদের দায় তাদের ক্রীত শেয়ারের মূল্য দ্বারা সীমাবদ্ধ থাকে।

১০. পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা (Administration and Management) ঃ রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় সাধারণত সরকার কর্তৃক নিয়োজিত পরিচালক পরিষদ দ্বারা পরিচালিত হয় এবং সরকারি কর্মচারীরাই ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত থাকেন।

১১. কার্য পরিধি (Scope of activities) ঃ রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যপরিধি সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ের জন্য প্রণীত আইন, অধ্যাদেশ বা সরকারি বিধি অনুসারে নির্ধারিত হয়। সংশ্লিষ্ট আইন বা অধ্যাদেশে বর্ণিত কার্যপরিধির বাইরে এ ব্যবসায় কোন কার্য সম্পাদন করতে পারে না।

১২. বিলোপ সাধন (Winding up) ঃ রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের স্থায়িত্ব বা বিলুপ্তি সম্পূর্ণরূপে সরকারের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। সরকার যদি কোন ব্যবসায়ের প্রয়োজন নেই বলে মনে করে তাহলে এরূপ ব্যবসায়ের বিলোপ সাধন করতে পারেন।

রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের উদ্দেশ্য বা কারণ (Objectives or Causes of State Enterprise)

রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় স্থাপনের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে জনগণের সার্বিক কল্যাণ সাধন মুনাফা অর্জন নয়। সাধারণত, যে সব উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় গঠিত ও পরিচালিত হয় সেগুলো নিম্নরূপ ঃ

১. অত্যাবশ্যকীয় ও জীবনরক্ষাকারী পণ্যের নিয়ন্ত্রণ (Controlling essential and Life saving goods) ঃ জনস্বার্থে অত্যাবশ্যকীয় ও জীবনরক্ষাকারী পণ্য; যেমন- ওষুধ বা এ ধরনের পণ্যাদির উৎপাদন ও বণ্টন নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে ব্যবসায় স্থাপন করা হয়।

২. দ্রুত শিল্পায়ন (Rapid Industrialisation) ঃ অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশসমূহে প্রয়োজনীয় পুঁজি ও উদ্যোগের অভাবে শিল্পায়ন ব্যাহত হয়। এসব দেশের শিল্পোন্নয়নকে ত্বরান্বিত করার উদ্দেশ্যে সরকার নিজস্ব উদ্যোগে শিল্প প্রতিষ্ঠা করে।

৩. মুলধন সৃষ্টি (Creating capital) ঃ দেশের শিল্প সম্প্রসারণ ও জাতীয় অগ্রগতির লক্ষ্যে মূলধন সৃষ্টির উদ্দেশ্যে, রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে। এ ব্যবসায়ে দেশের জনগণের সঞ্চয়সমূহকে উৎপাদনক্ষম কাজে বিনিয়োগ করা হয়।

৪. সম্পদের সুষ্ঠু সংরক্ষণ ও ব্যবহার (Proper preservation and uses of wealth) ঃ দেশের প্রাকৃতিক সম্পদসমূহকে যথাযথ সংরক্ষণের মাধ্যমে এর সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় গঠিত হয়ে থাকে।

৫. অর্থনৈতিক স্থিরতা বিধান (Maintaining economic stability) ঃ চাহিদা ও যোগানের মধ্যে ভারসাম্য আনয়ন করে দেশের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় গড়ে তোলা হয়।

৬. পণ্য মূল্যের স্থিতিশীলতা রক্ষা (Maintaining price stability of products) ঃ ব্যক্তি মালিকানায় স্থাপিত ব্যবসায়সমূহ মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে অস্বাভাবিকভাবে পণ্য মূল্য বৃদ্ধি করতে পারে। পণ্য মূল্যের এই অস্বাভাবিক ওঠানামা রোধকরে একে একটি স্থিতিশীল পর্যায়ে রাখার উদ্দেশ্যে অনেক সময় সরকার প্রত্যক্ষভাবে ব্যবসায়-বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করে।

৭. দেশরক্ষা শিল্পের নিয়ন্ত্রণ (Controlling defence industry) ঃ দেশের নিরাপত্তার স্বার্থে এবং বহিঃশত্রু আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে আগ্নেয়াস্ত্র, গোলা-বারুদ ইত্যাদি শিল্প প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রের মালিকানা নিয়ন্ত্রণে থাকা আবশ্যক।

৮. কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি (Creating employment opportunity) ঃ দেশের কর্মসংস্থান সৃষ্টির বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ভূমিকা রাখলেও তা পর্যাপ্ত নয়। এজন্য দেশের বেকার সমস্যা দূরীকরণের নিমিত্তে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠিত হয়।

৯. দেশের মুদ্রা ও ব্যাংক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ (Controlling monetary and Banking system country) ঃ দেশের মুদ্রামান ও বাজারের স্থিতিশীলতা বজায় রেখে সুষ্ঠু অর্থনৈতিক বিকাশের জন্য দেশের মুদ্রা ব্যাংকিং ব্যবস্থাকে সরকারি নিয়ন্ত্রণে রাখতে হয়। এ কারণেই বিশ্বের প্রতিটি দেশে কেন্দ্রীয় ব্যাংক রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হয়।

১০. জনকল্যাণ (Public welfare) ঃ জনসাধারণের কল্যাণের উদ্দেশ্যেই মূলত, রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় স্থাপন করা হয় জনকল্যাণে নিয়োজিত শিল্প প্রতিষ্ঠান; যেমন- পানি, গ্যাস, বিদ্যুৎ, ডাক ও তার ইত্যাদি জনস্বার্থে রাষ্ট্রীয় মালিকানায় পরিচালিত হতে হয়।

১১. সম্পদের সুষম বণ্টন (Proper distribution of wealth) ঃ দেশের সম্পদ মুষ্টিমেয় কিছু সংখ্যক লোকের হাতে পুঞ্জীভূত না রেখে যাতে সুষমভাবে তা বণ্ঠিত হয় সে উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় গঠিত হয়।

পাঠ-সংক্ষেপ

রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের মূল উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ ঃ অত্যাবশ্যকীয় ও জীবনরক্ষাকারী পণ্যের নিয়ন্ত্রণ, দ্রুত শিল্পায়ন, মুলধন সৃষ্টি, সম্পদের সুষ্ঠু সংরক্ষণ ও ব্যবহার, অর্থনৈতিক স্থিরতা বিধান, পণ্য মূল্যের স্থিতিশীলতা রক্ষা, দেশরক্ষা শিল্পের নিয়ন্ত্রণ, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, দেশের মুদ্রা ও ব্যাংক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ, জনকল্যাণ ইত্যাদি।

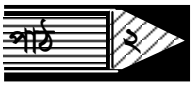

রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের সুবিধা ও অসুবিধা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- ⑤ রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের সুবিধা সমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।
- ⑤ রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের সুবিধা সমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।
- ⑤ রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের অসুবিধা সমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।
- ⑤ রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের সমস্যা সমাধানের উপায় সমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।

রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের সুবিধা
Advantages of State Enterprise

আধুনিক ব্যবসায় জগতে বেসরকারি খাতের পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। নিম্নে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের সুবিধা বা স্বপক্ষের যুক্তিসমূহ তুলে ধরা হল ঃ

১. গবেষণা ও উন্নয়ন (Research and Development) ঃ নতুন আবিষ্কার, পণ্যের মান উন্নয়ন, বাজার সম্প্রসারণ, কারিগরি ও প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ইত্যাদি কাজের জন্য গবেষণা কার্য পরিচালনা করতে হয়। এ গবেষণা কার্যক্রম অত্যন্ত ব্যয় সাপেক্ষ। রাষ্ট্রীয় মালিকানায় প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়েই গবেষণার সুবিধা পাওয়া যায়।

২. শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের উপন্নয়ন (Improving education and Health) ঃ রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় দেশে শিক্ষা সম্প্রসারণ এবং স্বাস্থ্য সংরক্ষণ উন্নয়নে বিশেষ অবদান রাখে। দেশের অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও হাসপাতাল রাষ্ট্রীয় তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়।

৩. ব্যয় সংকোচ (Reducing expenditure) ঃ রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে দক্ষ ও সুযোগ্য কর্মচারী নিয়োগ করা হয়। সেব কর্মচারীরা জাতীয় স্বার্থ রক্ষায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ব্যবসায়িক কার্যকলাপ পরিচালনা করে বলে সম্পদের অপচয় ও অপব্যবহার হ্রাস পায়।

৪. পণ্য মূল্যের স্থিতিশীলতা রক্ষা (Maintaining price stability of products) ঃ পণ্য মূল্যের ঘন ঘন ওঠানামার ফলে জনগণের জীবনযাত্রার উপর বিরূপ প্রভাব পড়ে এবং দেশের অর্থনৈতিক গতিশীলতা ব্যাহত হয়, রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় দেশের মুদ্রা ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং প্রত্যক্ষভাবে পণ্য মূল্য নির্ধারণ করে পণ্য মূল্যের ওঠানামা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

৫. চাহিদা ও যোগানের সমতা বিধান (Balancing demand and Supply) ঃ রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় দেশের জনগণের মোট চাহিদা অনুযায়ী পণ্য সামগ্রী উৎপাদন ও সরবরাহ করে চাহিদা ও যোগানের মধ্যে সমতা বিধান করতে পারে। তাছাড়া রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের পক্ষেই কেবল স্বল্প বা অত্যুৎপাদন পরিহার করা সম্ভব হয়।

৬. অর্থ বাজার নিয়ন্ত্রণ (Controlling money market) ঃ দেশের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ও সুষ্ঠু অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্বার্থে অর্থ বাজারের নিয়ন্ত্রণ অপরিহার্য। সরকার দেশের ব্যাংক, বীমা, অর্থলগ্নিকারী প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে রেখে অতি সহজে অর্থ বাজার নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

৭. গোপনীয়তা রক্ষা (Maintaining secrecy) ঃ জাতীয় স্বার্থে কোন কোন দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদনের ক্ষেত্রে গোপনীয়তা রক্ষার প্রয়োজন হয়। যেমন- টাকা ছাপানো, গোপনীয় দলিলপত্র ছাপানো ইত্যাদি। এসব ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ের পক্ষেই গোপনীয়তা রক্ষা করা সম্ভব। কেননা, এতে সরকারের সরাসরি হস্তক্ষেপ থাকে।

৮. ন্যায্যমূল্য পণ্য সরবরাহ (Supply of goods in fair price) ঃ রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে গঠিত ও পরিচালিত হয় না বলে এ ব্যবসায়ের পক্ষে সস্তায় ও ন্যায্যমূল্যে জনগণের নিকট পণ্য সরবরাহ করা সম্ভব হয়।

৯. সম্পদ সংরক্ষণ (Preservation of Wealth) ঃ দেশের সম্পদসমূহ; যেমন- খনিজ সম্পদ, বনজ সম্পদ, মৎস ও প্রাণী সম্পদ ইত্যাদি সংরক্ষণের গুরুভার রাষ্ট্রীয় সংগঠনগুলোই বহন করে থাকে। এগুলোর রক্ষণাবেক্ষণের ভর ব্যক্তি মালিকানায় ছেড়ে দিলে অপচয় বৃদ্ধি পাবে। এমনকি এগুলো তখন ব্যক্তিগত স্বার্থেও ব্যবহৃতহতে পারে।

১০. শিল্পায়ন (Industrialisation) ঃ ব্যক্তিগত মালিকানায় পুঁজির স্বল্পতাহেতু বৃহদায়তন শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা সম্ভব নয়। অন্যদিকে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় স্থাপনে মূলদনের অভাব হয় না। ফলে দেশের শিল্পায়ন ত্বরান্বিত হয়।

১১. কর্মসংস্থানের সুযোগ (Employment opportunity) ঃ রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে ব্যবসায় স্থাপন করে দেশের অধিক সংখ্যক লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়। ফলে বেকার সমস্যা দূর হয়।

১২. জাতীয় ব্যয়ের সুষম বণ্টন (Proper distribution of National income) ঃ রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় জাতীয় আয়ের সুষম বণ্টন নিয়ন্ত্রণ করে। উৎপাদনের উপাদানসমূহের উপর থেকে ব্যক্তি মালিকানা দূর করে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় দেশে আয় ও সম্পদ বণ্টনে সমতা আনয়ন করে থাকে। কাজেই রাষ্ট্রীয় মালিকানায় ব্যবসায় গঠিত হলে আয় বণ্টনে বৈষম্য হ্রাস পায় এবং অধিকতর সাম্য প্রতিষ্ঠার সম্বাবনা থাকে।

১৩. জনকল্যাণ (Public Welfare) ঃ রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় জনগণের কল্যাণ সাধনের নিমিত্ত গঠিত ও পরিচালিত হয় বলে এর মাধ্যমে জনগণ অধিক সেবা লাভের সুযোগ পায়। বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহ, ডাক ও তার বিভাগের কাজ, পানি সরবরাহ ইত্যাদি ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠিত হলে জনগণ অধিক উপকৃত হয়।

রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের ক্ষেত্রসমূহ (**Fields for State Enterprise**)

রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় কল ক্ষেত্রে সমান উপযোগী নয়। কতকগুলো বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় গঠন ও পরিচালনা উপযুক্ত বলে বিবেচিত হয়ে থাকে। নিম্নে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের উপযুক্ত ক্ষেত্রসমূহ তুলে ধরা হল ঃ

১. জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান ঃ যে সব শিল্প প্রতিষ্ঠান ও ব্যবসায়-বাণিজ্য জনকল্যাণমূলক কাজে নিয়োজিত এবং যেগুলো জাতীয় জীবনে একান্ত অপরিহার্য সেগুলো রাষ্ট্রীয় মালিকানায় পরিচালিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। যেমন- পানি সরবরাহ, বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহ, গ্যাদ উৎপাদন ও সরবরাহ, ডাক ও তার ব্যবস্থা ইত্যাদি।

২. দেশরক্ষা শিল্প ঃ দেশরক্ষার জন্য বিভিন্ন অস্ত্রশস্ত্র, সাজ-সরঞ্জাম, গোলা-বারুদ ইত্যাদি প্রস্তুতকরণ শিল্প রাষ্ট্রীয় মালিকানায় স্থাপন করা আবশ্যক। কেননা, এসব শিল্প ব্যক্তি মালিকানায় থাকলে এর অপব্যবহার হতে পারে।

৩. অর্থ ব্যবস্থার সাথে জড়িত প্রতিষ্ঠান ঃ দেশের অর্থ ও ব্যাংক ব্যবস্থার সাথে জড়িত প্রতিষ্ঠানসমূহ; যেমন- কেন্দ্রীয় ব্যাংক, বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় ইত্যাদি রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে থাকতে হবে। নচেৎ আর্থিক অস্থিতিশীলতা দেখা দিতে পারে।

৪. অত্যাবশ্যকীয় ও জীবনরক্ষাকারী শিল্প ঃ জনগণের জীবনরক্ষাকারী ও অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের উৎপাদন ও বণ্টন রাষ্ট্রীয় সংস্থার আওতাধীন থাকা দরকার। যেমন- ভেষজ শিল্প, ওষুধ শিল্প, রাসায়নিক শিল্প ইত্যাদি।

৮. যাতায়াত ও যোগাযোগ রক্ষাকারী প্রতিষ্ঠান ঃ জনজীবনে যাতায়াত ও যোগাযোগ রক্ষাকারী গুরুত্বপূর্ণ পরিবহন ব্যবস্থা রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে স্থাপিত ও পরিচালিত হওয়া আবশ্যক। যেমন- রেল পরিবহন, সড়ক পরিবহন, বিমান পরিবহন ইত্যাদি।

সর্বোপরি, যে সব গুরুত্বপূর্ণ শিল্প বা ব্যবসায় ব্যক্তি মালিকানায় স্থাপিত হলে তা একচেটিয়া ব্যবসায়ের রূপ পরিগ্রহ করে এবং এতে ক্রেতা সাধারণের শোষিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, সেক্ষেত্রে তা রাষ্ট্রীয় মালিকানায় স্থাপিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের অসুবিধা বা বিপক্ষে যুক্তি
(**Disadvantages & State Enterprise**)

রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের যেমন বহুবিধ সুবিধা রয়েছে তেমনি এর কতিপয় অসুবিধাও বিদ্যমান। যে কারণে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের বিপক্ষে অনেকে মতামত প্রকাশ করে থাকেন। নিম্নে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের অসুবিধা বা বিপক্ষে যুক্তিসমূহ আলোচনা করা হল ঃ

১. গোপনীয়তা রক্ষায় অসুবিধা (Problem in keeping secrecy) ঃ রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানসমূহের মুনাফা, লোকসান ইত্যাদি বিষয়ে সংবাদপত্র বা জাতীয় সংসদে বিভিন্ন তথ্য প্রকাশিত হয়ে থাকে। এর ফলে ব্যবসায়ের ব্যবসায়সূলভ অনেক গোপনীয়তা প্রকাশ হয়ে পড়ে।

২. স্বজনপ্রীতি (Nepotism) ঃ রাষ্ট্রীয় শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগের ব্যাপারে যোগ্যতার পরিবর্তে আমলাতান্ত্রিক স্বীয় পোষণের প্রশ্রয় পরিলক্ষিত হয়। ফলে এ ব্যবসায়ের অদক্ষতার বৃদ্ধি পায় এবং এর ফলে সাফল্য ব্যাহত হয়।

৩. রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ (Political intervention) ঃ রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের দৈনন্দিন কার্যকলাপে প্রত্যক্ষ ও

পরোক্ষভাবে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ পরিলক্ষিত হয়। বিশেষ করে ক্ষমতাসীন দলের ক্রীড়নক হিসেবে এ ব্যবসায়কে ব্যবহার করা হয়। এতে ব্যবসায়ের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার ক্ষেত্রে বিঘ্ন সৃষ্টি হয় এবং ব্যবসায়ের স্বার্থ রক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়ে।

৪. লাল ফিতার দৌরাত্ম্য (Red tapism) ঃ কতকগুলো ধরাবাঁধা নিয়ম-কানুন ও আনুষ্ঠানিক পদ্ধতির বেড়াজালে আবদ্ধ থাকার দরুন রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ে লাল ফিতার দৌরাত্ম্য সৃষ্টি হয়। এর ফলে এরূপ ব্যবসায়ে কাজের গতি ধীর ও মন্থর হয়ে পড়ে।

৫. অপচয় ও অপব্যয় বৃদ্ধি (Increases wastage and Expenses) ঃ রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ে ব্যক্তিস্বার্থ না থাকায় কঠোর সরকারি নিয়ন্ত্রণের বেড়াজালে আবদ্ধ থাকা সত্ত্বেও অতিমাত্রায় ব্যয় ও অপচয় রোধের জন্য কাউকেই ব্যক্তিগতভাবে আগ্রহী হতে দেখা যায় না। ফলে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের অর্থ ও সম্পদ যথেচ্ছভাবে ব্যবহৃত হয়।

৬. অলাভজনক প্রতিষ্ঠান (Unprofitable organisation) ঃ মুনাফা অর্জন রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের প্রধান উদ্দেশ্য নয়। তাছাড়া এরূপ ব্যবসায় সীমাহীন অপচয় ও অধিক ব্যয়ভার বহনের দরুন অলাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা ক্রমাগত লোকসান দিতে থাকে। ফলে সরকারের পক্ষে এর অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা কঠিন হয়ে পড়ে।

৭. নমনীয়তার অভাব (Lack of flexibility) ঃ রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় আইনের দ্বারা সৃষ্ট বলে পরিবর্তিত অর্থনৈতিক অবস্থায় ব্যবসায়ের কার্যক্রম বা নীতিমালা পরিবর্তন করে এটি পরিবর্তিত অবস্থার সাথে সামঞ্জস্য বিধান করতে পারে না। ফলে এ জাতীয় ব্যবসায় গতিশীল ব্যবসায় জগতে টিকে থাকতে পারে না।

৮. আমলাতান্ত্রিকতা (Bureasucracy) ঃ রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমলাতান্ত্রিকতার দোষে দূষিত হয়। সরকারি বেতনভুক কর্মচারী দ্বারা এ জাতীয় ব্যবসায় পরিচালিত হয় বলে সরকারি অফিসের মতই তারা একে মনে করে। ফলে ব্যবসায়ের গতিশীলতা ব্যাহত হয়।

৯. ব্যবস্থাপনায় অদক্ষতা (Inefficiency of management) ঃ রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়সমূহ সাধারণত আমলা বা ঊর্ধ্বতন সরকারি কর্মকর্তাদের দ্বারা পরিচালিত হয়। কিন্তু তাদের ব্যবসায় পরিচালনা সংক্রান্ত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার অভাব থাকায় গতানুগতিক প্রশাসনিক পদ্ধতিতে শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিচালনা করে থাকেন। রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বিরাজমান এরূপ অদক্ষতার জন্য তা প্রায়ই অলাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়।

১০. সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিলম্ব (Delay in taking decision) ঃ রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের কার্যকলাপ পরিচালনা সংক্রান্ত যে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হলে সরকারি নিয়ম-কানুন ও আনুষ্ঠানিকতা পালন করতে হয়। এতে সিদ্ধান্ত গ্রহণে যথেষ্ট বিলম্ব ঘটে। এজন্য ব্যবসায়ের কোন জরুরি প্রয়োজনের সময় দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হয় না।

রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যবসায়ের সমস্যা সমাধানের সম্ভাব্য উপায়
Means to Solve the Problems of State Enterprise

রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান যে সকল সমস্যায় জর্জরিত তা দূর করতে না পারলে উক্ত প্রতিষ্ঠান ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে যাবে। যাই হোক, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যবসায়ের বিদ্যমান সমস্যাসমূহ নিম্নলিখিত উপায়ে সমাধান করা যায় ঃ

১. দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ ঃ রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যবসায়ের যে কোন পর্যায়ে বা যে কোন বিষয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিলম্ব হলে প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং উদ্দেশ্যার্জন ব্যাহত হবে। দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানকে আমলাদের নিয়ন্ত্রণমুক্ত রাখা বাঞ্ছনীয়। অর্থাৎ এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা পরিষদকেই ক্ষমতাপূর্ণ করতে হবে।

২. প্রশিক্ষণ ঃ প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা দক্ষতা বৃদ্ধি ও কর্মীদের উৎপাদনশীলতা বাড়াবার জন্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে দুধরনের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে, প্রথমত, নির্বাহীদের এক ধরনের প্রশিক্ষণ- যারা সরাসরিভাবে ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত। দ্বিতীয়ত, শ্রমিক-কর্মীদের জন্য প্রশিক্ষণ। এতে তাদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাবে।

৩. জবাবদিহিতার ব্যবস্থা ঃ এ সকল প্রতিষ্ঠানে জবাবদিতার (accountability) পদ্ধতি বা রেওয়াজ চালু করতে হবে। অর্থাৎ প্রতিটি কর্মীকে তার কাজের জন্য জবাবদিহি করার ব্যবস্থা থাকতে হবে। এ জন্য পরিকল্পনার শুরুতেই উল্লেখ করে দিতে হবে যে, কে কোন্ কাজ কতটুকু করবে, কার কাছে কাজের জন্য জবাবদিহি করতে হবে। তা হলে সকলেই জানতে পারবে যে, তাঁর কতটুকু দায়িত্ব রয়েছে এবং কার কাছে। এভাবে প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য অর্জন করা সহজ হবে।

৪. নমনীয়তার ব্যবস্থা ঃ পরিকল্পনা বা সিদ্ধান্তে নমনীয়তার ব্যবস্থা থাকতে হবে। কারণ যে কোন সময় যে কোন প্রয়োজনে সিদ্ধান্ত বা পরিকল্পনা পরিবর্তনের প্রয়োজন হতে পারে। তখন তা পরিবর্তন করা না গেলে উদ্দেশ্যার্জন ব্যাহত হবে। তাই পরিকল্পনা নমনীয়তা প্রয়োজন।

৫. মিতব্যয়িতা অর্জন ঃ প্রতিষ্ঠানের সর্বক্ষেত্রে মিতব্যয়িতা অর্জন করতে হবে। খুব হিসেব করে অর্থ ব্যয় করতে হবে। অপ্রয়োজনীয় খরচ পরিহার করে মিতব্যয়িতা অর্জন করতে হবে। এর ফলে তহবিল সংকট দূর হবে।

৬. দুর্নীতি রোধ ঃ রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যবসায়ে দুর্নীতি একটি বড় সমস্যা। এ সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সব ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। কাজের পদ্ধতি, হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি ইত্যাদি এমনভাবে প্রচলন করতে হবে যাতে ফাঁকির কোন সুযোগ না থাকে; কিংবা তহবিল এদিক-সেদিক করার কোন সুযোগ না পায়। তবে এ সকল ক্ষেত্রে কর্মীদের 'নৈতিক বিষয়ে' প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

৭. সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য ঃ সর্ব প্রথম রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যবসায়কে যে কাজটি করতে হবে তা হল- উদ্দেশ্য নির্ধারণ এবং সুস্পষ্টভাবে তা বর্ণনা করা। উদ্দেশ্যের মধ্যে কোনরূপ অস্পষ্টতা থাকলে চলবে না। প্রতিষ্ঠানটি কি অর্জন করতে চায় তা পরিষ্কার হওয়া দরকার। তা না হলে কাজের পরিকল্পনা সঠিকভাবে প্রণয়ন করা যাবে না। তাই উদ্দেশ্যের সুস্পষ্ট উল্লেখ থাকতে হবে।

৮. সঠিক পরিকল্পনা ঃ পরিকল্পনা সঠিকভাবে প্রণয়ন করতে হবে। কারণ পরিকল্পনা ভুল হলে কাজও ভাল হবে না। তাই পরিকল্পনা প্রণয়নের পূর্বে সমস্যা সম্পর্কে সষ্টি তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। অতপর সংগৃহীত তথ্যসমূহ বিশ্লেষণ করে পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে। মনে রাখতে হবে যে, পরিকল্পনাই হচ্ছে উদ্দেশ্য অর্জনের একমাত্র উপায়। সঠিক ও সুন্দরভাবে পরিকল্পনা প্রণয়ন করে তা প্রতিষ্ঠানের সর্বস্তরে জানিয়ে দিতে হবে। ফলে সকল কর্মীই জানতে ও বুঝতে পারবে যে তাকে কি করতে হবে। এভাবে প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যার্জন সহজ হবে।

পাঠ-সংক্ষেপ

রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের ক্ষেত্রসমূহ নিম্নরূপ ঃ জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান, দেশরক্ষা শিল্প, অর্থ ব্যবস্থার সাথে জড়িত প্রতিষ্ঠান, অত্যাবশ্যকীয় ও জীবনরক্ষাকারী শিল্প, যাতায়াত ও যোগাযোগ রক্ষাকারী প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি।

রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের সুবিধা ও অসুবিধা সমূহ ঃ গোপনীয়তা রক্ষায় অসুবিধা, স্বজনপ্রীতি, রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ, লাল ফিতার দৌরাত্ম্য, অপচয় ও অপব্যয় বৃদ্ধি, অলাভজনক প্রতিষ্ঠান, নমনীয়তার অভাব, আমলাতান্ত্রিকতা, ব্যবস্থাপনায় অদক্ষতা, সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিলম্ব ইত্যাদি।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী

১. রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের সংজ্ঞা দিন।
২. সংক্ষেপে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের সুবিধাসমূহ বর্ণনা করুন।
৩. সংক্ষেপে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের অসুবিধাসমূহ বর্ণনা করুন।

রচনামূলক প্রশ্নাবলী

১. রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনা করুন।
২. রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের উদ্দেশ্য বা কারণসমূহ বর্ণনা করুন।
৩. রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ কি কি? বর্ণনা করুন।
৪. রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের সমস্যা সমাধানের উপায়সমূহ বর্ণনা করুন।